কবিতা গুচ্ছ

---- মুহাম্মদ সেলিম

চতুর্থ অধ্যায়

--- ভালবাসা ---

সূচিপএ

মাধবীলতা
অঙগীকার
হারায়েছি তারে
মৃতদার
মাধুকরী
দহন
অন্তর জনন
মায়াবীনি
মহাকাশের পথে
দেবী'র খোঁজে
ভালবাসার কষ্ট
সুপ্ত ভালবাসা
কিছু কিছু কথা
ইচ্ছে
স্বপ্ন
একা
মিথ্যা স্বপ্ন
তাকিয়ে রই
ভুল ভালবাসা
স্বপ্ন দেখেছি
গান ---
চলে যেতে হয়

মাধবীলতা

দাঁড়ায়ে সম্মুখে সে কথা কয় ,
তবুও শত কথা বাকি রয় ;
শেষ হয় না কভু সে সব কথা ,
তুমি কোথায় হে , মাধবীলতা ॥

দেখিতে পাই তোমায় যত ,
আঁখি জোড়া করে অবনত ---
দেখিতে চাই তোমায় শত
বদ্ধ দীঘিতে ফোঁটা এক পদ্মের মতো ॥

হরিণী চঞ্চল তোমার আঁখি
বলতে গিয়েও ভাষা থেকে যায় বাকি ,
সম্পকহীন এক বন্ধনে থমকে থাকি
জানি না , কতটুকু আসল আর কোথায় যেন রয়েছে ফাঁকি ॥

অবুঝ হৃদয়টুকু ,
সে যে চায় তোমাকে শুধু ,
সে যে মানে না কোন প্রভু ;
তোমাকে চাওয়ায় ---
স্বার্থক সে হতে চায় তোমাকে পাওয়ায় ॥

অঙগীকার

অঙগীকার করেছিল সে দূরে চলে যাবার ;
অঙগীকার করতে হলো তাকে আবার, কাছে থাকবার।
অঙগীকার করতে হলো আমায় --- ভালবাসবার
তবুও সে হারিয়ে গেল --- থমকে দাড়ালাম এবার॥

নারীর সান্নিধ্য চেয়েছিলাম আমি কোন এক রাতে ,
নারীকে ভালবাসতে পেরেছিলাম চাঁদের হলদে আলোতে।
নারীকে দেখে চিনতে পেরেছিলাম যুগের সৌন্দর্য্যতাকে ;
--- কিন্তু বুঝতে পারি নি আমি , সেই নারীর অঙগীকারকে॥

তাই ;
অঙগীকার করতে হলো আমায় , দূরে চলে যাবার
অঙগীকার করতে হবে না আমায় , কোথাও থমকে থাকার।
অঙগীকার করব না আমি কখনও --- ভালবাসার।
আমি হারিয়ে যাব চিরতরে --- চিনব না কোন নারীর অঙগীকার॥

হারায়েছি তারে

ছিলেম নিশ্চুপ , বলিতে আমার উষ্ণ অনুভূতি
বায়ু বাতায়ন , ঘন শ্যামা বন ; বয়েছিল সময়ের গতি।
প্রান্তর সব , হইল মরূভব ; শ্যাম বরণ ছিল যাহা
ভাবিয়া ভবৎ , হইল দেরি ; আধারে তলাইল তাহা ॥

বাতায়নের তীরে করেছিলুম রচন , ছোট্ট কুটির খানি ;
জানিতুম কী তাহা , র্নি'বুদ্ধিতায় হারাইব নিশানি।
এসেছিল সখা , ছড়াইয়া সৌরভ ; অপক্ক মাধুর্য্য-খনি
বৃন্ত হতে মুই , নিশ্বাসে শুষে লই - গোলাপী অধর খানি ॥

নিশ্বাস ফেলি হায় , দিগন্তে তাকিয়া চায় ; তরী চলে গেছে বহুদূরে।
একা নিবারণ , বসিয়া বাতায়ন ; লেখিতেছি কবিতা একই সুরে ॥
ছোট্ট কুটির মোর , সম্মুখে ভাঙা দ্বোর ; অবহেলে দাঁড়িয়ে হায় -
পতঙ্গ সকল , করিয়া বিচরণ রাজত্য করিতেছে সেথায় ॥

মৃতদার

মৃত শালিকের শ্মশানের উপর দাঁড়িয়ে আজ
অনন্ত আকাশ ছাঁপিয়ে তোমায় দেখছি বার বার,
তুমি ভয় নও, করুনা নও ; নও কোন বিস্মৃত সত্ত্বা ;
তবুও তোমার স্বাসত্ব রুপ উৎগীরণ করে হৃদয়ের গভীর আর্তনাদ ॥

পঁচা কচুরিপানা গন্ধ ছড়াচ্ছে আমার বুকে ,
আমি কাঁদতে চাই, ভালবাসতে চাই তোমাকে।
গুমোট বাতাসের অস্থির আবদ্ধতা থেকে মুক্তি চাই ,
তোমার যৌবনের মাধুর্য্যতা চাই,সিগ্ধতা ছড়াতে চাই নক্ষএের পানে ॥

কিন্তু অভিশপ্ত শালিকের মৃতদার আজ আমি।
আমার ভালবাসাকে নিঙগড়ে দিয়েছিল অতীতের এক অন্ধকার।
তাই আমার তৃষ্ণিত রক্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে উষ্ণতার আভাস ॥
আজ আমি কাঁদতে পারি না,ভালবাসতে পারি না, ভালবাসাতে পারিনা
শুধু অনন্ত আকাশ পানে তাকিয়ে তোমায় দেখতে পাই বার বার।
নক্ষএের দোষে তুমি হারিয়ে গিয়ে ও ফিরে আস আমায় কাঁদাতে ,
আর সিগ্ধ কলমীর ন্যায় তুমি ভেসে বেড়াতে চাও আমার সেই কান্না জলে ॥

মাধুকরী

বাহিরে পূণিমার আলো - আকাশ তাই উল্লাসিত
চাঁদের হলদে আলোর আভায় সিক্ত পৃথিবী -
আজ স্তম্ভিত ; হতবাক ; বিষ্মৃত ॥
ব্যাথীত শুধু আজ আমি ॥
কোন আনন্দই আমায় উল্লাসিত করছে না ;
কোন মাধুর্য্যই আমাকে মুগ্ধ করছে না ;
কোন সৌরভই আমাকে সিগ্ধ করছে না ॥

মাধুকরী ;
তুমি তোমার মাধুর্য্য বিলায়ে দিচ্ছ পৃথিবীটারে ;
নক্ষএেরা আজ তাই উৎফুল্ল ॥
কিন্তু পঁচা ঘাসে দাঁড়িয়ে আছে যে মাধুকর ;
যে সিগ্ধ হতো তোমার মাধুর্য্যতা নিয়ে,
সে আজ মাধুকরীহীনা মাধুর্য্যে রিক্ত, সিক্ত এবং অভিশপ্ত ॥

দহন

হৃদয়ে এত দহন কেন ;
হৃদয়ে এত যাতনা কেন ;
হৃদয়ে এত বাসনা কেন ?
আমি কি প্রেম করিব না ?
আমি কি ভালবাসিব না ??

আমার ভালবাসা কোথায় , আমার প্রেম কোথায় ?
স্নায়ন মরুভুমিতে একা একা কতকাল আর সূর্য্যদয় দেখব ॥
আমার আবেগ কোথায় ?
আমার যাবতীয় ভালবাসা আর কতকাল চাপা পড়ে থাকবে ?
আমার ভালবাসা কোথায় ??

আমি সেই পুরূষ , যার ব্যক্তিত্বে সকলেই পদনমিত হয় ,
আমায় তাই ভালবাসতে নেই , ভালবাসাতে নেই ॥
আমি যে ইশ্বর ॥

ইশ্বরদের কোন দুর্বলতা থাকতে নেই ,
ভালবাসা সাধারন মানুষের'ই চরম দুর্বলতা।
সাধারণ মানুষের জন্য'ই ভালবাসার সৃষ্টি ;
- ভালবাসা ইশ্বরদের জন্য নয় ॥
আমি ইশ্বর ; তাই আমাকে ভালবাসতে নেই ॥

কিন্তু ; আমি তো ইশ্বর হতে চাই না , আমি ভালবাসতে চাই ,
আমি দুর্বল মানুষদের ভিড়ে ভয় পাওয়া শিখতে চাই ,
আমি কাঁদতে চাই , ভালবাসতে চাই , ভালবাসাতে চাই ,
ছোট্ট ছোট্ট প্রাণের সৌরভটুকু বুকের আড়াল করে কষ্ট পেতে চাই ,
আমি অপমানিত হতে চাই , আমি অপদস্ত হতে চাই।
আমি ভালবাসতে চাই ॥
আমি ভালবাসাতে চাই ॥
আমি ভালবাসা পেতে চাই ॥
আমি ভালবাসা দিতে চাই ॥

আমি ইশ্বর নই , আমি ইশ্বর হতে চাই না ॥
ভালবাসার পরম পাওয়াকে কাছে পেয়ে চিরকালের মতো বিলিন হতে চাই।
ভোরের ফুলের সুভাসের মতো আমি আবার জাগতে চাই ॥
সাঝের আলোর সূর্য্যমুখীর ন্যায় আবার বিলিন হতে চাই ॥

অন্তর জনন

সুধাইয়া কানচনরে অন্তর জনন ;
টানিয়া টলমল হরিণী নয়ন।
হলদে চাদে যখন সৌরভিত গগণ;
প্রস্ফুটিত আত্তায় লালিত, এই বিকশিত মন॥

করেছিলাম আমি তব তোমারেতে আপন
আখি জোড়া তব হেথায় , দেখে মিছে স্বপন॥
যখন কুয়াশার চাদে ঢাকি , শীতের অগ্রাসন
গোলা ভরা ধান নিয়ে হেমন্তের নির্গমন॥

তোমার হীনা সাথী মোর কেউ, নাই এই ভুবন
জানি না আত্তার সত্তা মোর হারায়েছি কখন
উত্তাল সাগরে যখন ঢেউয়ের সনচালন
নীল আকাশ জুড়ে তব মেঘের আগমন॥

হয়েছিলাম ভীত আমি কম্পিত শিহরণ
বৃথা যদি হয় তব হৃদয়ের উত্তোলন।
অমাবশ্যার রজনীতে তব দীপশিখার প্রজ্জোলন,
আর, সারোৎউৎসবে তখন কোকিলের আগমন॥

মায়াবীনি

দুটি মেঠো পথের সঙ্গমে
দেখা হলো দু'জনায় ,
একটি পথ সোজা গেছে চলে
অপরটি অজানায় ॥

গোধূলির লগ্ন শেষে
পাখিরা খুঁজে নীড় ,
দু'জনার অন্তরে তব
ভালবাসাতে অধীর ॥

রাত্রির আধারে জেগে থাকা
দু'টি নিসঙ্গ যৌবন ,
মিলনের কামনাতে সিক্ত
তাদের বিচঞ্চলিত মন ॥

দু'টি পৃথক দেহের
দুই পৃথক ছন্দ ,
ঝির ঝির বারিধারা শেষে
বিমিশ্রিত আনন্দ ॥

রাত্রির শেষে তব
ভোরে ডাকা পাখি ,
অশ্রুতে সিক্ত তার
নীলাভ দুই আঁখি ॥

চললাম আমি অজানায়
ভোরের কুয়াশা মেখে ,
তার ঊষ্ণ অধরে
ছোট্ট চুম্বন এঁকে ॥

হবে না দেখা হয়ত
এই বিজন পৃথিবীতে আর ,
যাবার বেলায় তাই
পিছু ফিরি বার বার ॥

করুণ দৃষ্টিতে আমার
অবাক পিছু চাহনি ,
একবার পাই যদি তার
ক্ষণিকের হাত ছাউনি ॥

বিথা আমার এই পথ চলা
একা নিঃস্ব সম্ভারে ,
বয়ে চলছি ভালবাসা
বিমসৃণ অন্তরে ॥

অজানা মেঠো পথটির
শেষ হবার অভিলাসে ,
একা হাটছি মুক্ত বিহঙ্গনে
স্মৃতিকে নিয়ে পাশে ॥

আরেক নতুন গোধূলি
দিগন্তের সমীরণে ,
আমার পথটি চলে গেছে
বাঁকা হয়ে অণ্য অরণ্যে ॥

হঠাৎ চমকে উঠি
অরণ্যের সমারহে ,
দূরে ছায়া দেখা যায়
মৃদু আলোর আধারে ॥

সবুজ অরণ্যের ভেতর
অজানা শিহরণ ,
কম্পিত পায়ে করি তব
দীপশিখার অনুসরণ ॥

সম্মুখে গিয়ে দেখি
কুটিরের ভাঙ্গা দ্বার ,
আলোটুকু চলে গেলে
চারপাশ ঘন আধার ॥

সঞ্চিত সাহসে গিয়ে
কুটিরের ভেতর ,
দীপশিখা পাশে মায়াবীনি
মৃত , বিছানার উপর ॥

শিহরণে কেঁপে উঠে
আমার ভয়ার্ত অন্তর ,
নিশ্চুপ হাসিতে মাখা
পরিচিত সেই অধর ॥

সারারাত জেগে থেকে
একা অরণ্যের আধারে ,
লুটায়ে পরে দেহ
তন্দ্রার ক্লান্ত পাহাড়ে ॥

আসিয়া দেবতা আমার
সপ্ন বিহঙ্গনে ,
আর্শিবাদ দানে তাই
আপনার অন্তরে ॥

বলিল , হাজার বছরের সাধনায়
জেগে উঠবে মায়াবীনি ,
দেবতার তুষ্টি লাভে
ভালবাসার এই বিকি-কিনি ॥

সেই থেকে শত বছর
হাটছি মেঠো পথ ,
আর গোধূলির শেষে মগ্ন আরাধনায়
দেবতার তুষ্টিতে শপথ ॥

মহাকাশের পথে

আকাশের সূর্য্য রঙের ভেতর তোমায় প্রথম দেখেছিলাম,
কুয়াশার বিষন্ন রৌদ্দুরে মাখা কলেজ ক্যাম্পাসে।
আরক্ত আভা বয়ে চলেছে আমার শিরায়, তীব্র আত্তনার্থ -
ক্ষমাহীন এই ধূসর সকালের শপথ; তোমার পাশে পাশে
হাটব পৃথিবীর পুরোটি পথ ॥

পৃথিবীর পথ শেষ হয়ে যাবে; আমাদের হাটা হবে না ক্ষয়।
এক নক্ষএ থেকে আরেক নক্ষত্রে ব্যথা ছড়িয়ে দিব;
খুঁজে বের করব নতুন পথ - মহাকাশের ভেতর ॥

দেবী'র খোঁজে

এত আনন্দ চারিপাশে, আমার নিষিদ্ধ আত্তা কাকে যেন চায় ॥
এত কষ্ঠ চারিপাশে, আমার নিষিদ্ধ আত্তা কাকে যেন খোঁজে ॥
এত ভালবাসা চারিপাশে, আমার অভিশপ্ত আত্তা কাকে যেন কামনা করে ॥
কে সেই - কোন দেবী নাকি নারী ?
দেবী হলে আমি সন্তুষ্ট - জীবনভর আর্চনা করব তাকে ॥
আর যদি হয় সে কোন এক নারী - হত্যা করব নিজেকে ; কারণ -
দেবতারা স্বয়ং ভীত নারীর স্পর্শে, আর আমিতো এক ক্ষুদ্র ব্যক্তি মাএ।

ভালবাসার কষ্ট

এই বিষন্ন ধূসর পৃথিবীর বুকে,
কলমীর গন্ধে ভরা সাঁঝের বাতাস।
পশ্চিমা নক্ষএকে পূজা করে, মাধবীলতা ;
বুকে আঁকড়ে ধরা এক মুঠো কষ্ট -
সারোৎসারের সন্ধ্যায় ছড়িয়ে দিলাম
ক্লান্ত গোধূলিকে সাক্ষী রেখে ॥
পৃথিবীর বুক থেকে উঠে যাবে আজ
ভালবাসা ॥ হিম কুয়াশায়, শুকরের
আত্ত্বনার্থে কেঁপে উঠবে না - পতিতা ॥
বিষন্ন রাত জাগার কষ্টকে আড়াল করে
বিছানায় যেতে হবে না আমায় ভোরের কুয়াশায়।
কলমীর গন্ধভরা আকাশ, বিষাক্ত বাতাসে
ম্লান হয়ে ঢেকে দিবে পান্ডুলের চাঁদ ॥

সুপ্ত ভালবাসা

সুপ্ত হিয়া গুপ্ত করে
লুপ্ত আশায় মুগ্ধ হয়ে ;
দূরে তারে দেখতে পাই
অদৃশ্য মায়ায় ॥

তরী নিয়ে তাড়াতাড়ি
ভাসি বিহঙ্গনে, বিব্রত নয়নে -
দূর হতে ভালবাসি তাই
বিষন্ন ছায়ায় ॥

ভুক্ত ব্যথায়, নূজ্য হয়ে
উজ্জ্য ভাষা বুকেতে ভরে -
দূরেতে লুকাতে চাই
একাকিত্বের কান্নায় ॥

শূণ্য আকাশ ছিন্ন করে
তন্ন করে খুঁজি বারে বারে -
নক্ষত্রের তরে ছোট্ট বাসা
ভুলিবার আশায় মিছে এই ভালবাসা ॥

কিছু কিছু কথা

কিছু কিছু কথা আছে যা বলা হয় না।
কিছু কিছু কথা আছে তা বলা যায় না॥
আবেগ দিয়ে বুঝতে হয় কিছু কিছু কথা।
আবেগে জানতে হয় উহার সরলতা।
আর আবেগকে বুঝাতে হয় তাহার স্বচ্ছতা॥

কিছু কিছু কষ্ট আছে যা বুঝা যায় না।
কিছু কিছু কষ্ট আছে তা বুঝতে হয় না॥
সময় বলে দিবে কষ্টের দুর্বলতা।
সময় এনে দিবে কষ্টের সফলতা।
আর সময়ই দিয়ে দিবে কষ্টের স্নিগ্ধতা॥

কিছু কিছু ভাবনা আছে যা ভাবতে হয় না।
কিছু কিছু যাতনা আছে তা জানতে হয় না॥
ভাবের সমাধি নিয়ে যেতে হয় আগে।
ভাবের সমাধি দিয়ে পেতে হয় যাকে।
আর ভাবের ভাবস্থলে বসাতে হয় তাকে॥

কিছু কিছু আনন্দ আছে যা বিশ্বাস হয় না।
কিছু কিছু আনন্দ থাকে তা বিশ্বাস করায় না॥
আনন্দের উচছাস ভাসিয়ে নেয় যাকে।
আনন্দের উল্লাসিকতা হারিয়ে ফেলে তাকে।
আনন্দ , দুঃখ-বেদনাতে ভরিয়ে দেয় তাকে॥

ইচ্ছে

একটি প্রেম করিতে ইচ্ছে করছে ,
জানি না কাহাকে করিব ?
একটু ভালোবাসিতে ইচ্ছে করছে ;
কিন্তু কাহাকে ভালোবাসিব ?
হৃদয় দহনের ব্যাথাটুকু
কাহার নিকটে বলিব ?
আমার চোখের স্বপ্নটুকু
কাহার চরণে সাধিব ??

একটু ভাব করিতে ইচ্ছে করছে ,
কাহার ভাবনায় ডুবিব ?
একটু সাধক হইতে ইচ্ছে করছে ,
কিন্তু কাহার সাধনায় মাতিব ??
অবুঝ মনের আবেগটুকু ,
কাহার নিকটে বলিব ??
আমার স্বত্ত্বা তাহাকে দিয়া ,
আপন করিয়া লইব ॥

একটু অধর রাখিতে ইচ্ছে করছে ,
কাহার অধরে রাখিব ?
একটু পরশ পেতে ইচ্ছে করছে ,
কিন্তু কাহার উষ্ণতা মাখিব ??
কাহার হৃদয়ের আকুতি লইয়া ,
ব্যাকুল হইয়া নাচিব ?
দূর নঞ্চত্রের গভীর গহনে ,
দু জনায় হারাইয়া যাইব ॥

স্বপ্ন

স্বপ্ন দেখেছিলাম এক সুন্দর নিভৃত জনে।
নিহারীকার জৌলোসে হারিয়ে ফেললাম তাকে ॥
ইশ্বরের কাছে খুঁজতে গিয়ে একা ---
হলাম অপদস্ত ॥

ইশ্বরের বন্ধুত্ত্বতা গ্রহণ করি নি আমি কোনদিন।
একক নিঃস্বার্থ পরায়ন সত্ত্বার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই ॥
তবুও নিজ দোষে নিহারীকার কালো আঁধারে নিমজ্জিত হতে হয় আমাকেই।
আর অপমানিত হই যুগে যুগে ; নারীর স্পর্শে ॥

একা

আকাশে সোনালী রৌদ্দুর
একা কেন আমি বসে রই।
তোমায় ছেড়ে , বিজন দেশে ॥
সাগরের অথৈই ঢেউ
পাশে বসে নেই কেন কেউ ?
বালু'র চরে , প্রান্তর ঘেসে ॥

মিথ্যা স্বপ্ন

স্বপ্ন ছিল আকাশ জোড়া -
দু'চোখে তাদের মায়াভরা ॥
অনিল আকাশ সিগ্ধ বাতাস
দিগন্ত রয়েছে আশায় ঘেরা ॥

ছোট্ট একটি কুঁটির জুড়ে
কল্পরাজ্য উঠেছিল গড়ে ॥

তাকিয়ে রই

আকাশের পানে তাকিয়ে রই একা , বিধুর মনে।
শয়ন-পরিএান , কুঞ্জে কুহগান বাজিতেছে আপন সুরে॥
লক্ষীরে ছাড়া , হয়েছি দিশেহারা জন-জাগরণে।
ভৈরবের সুরে , বিভোর হয়ে , হারায়েছি বাতায়নে॥

ভুল ভালবাসা

আকাশ পৃথিবী ভালবেসে করেছি আমি ভুল ,
তাদের ভালবাসা আধারের সৃষ্টি , প্রচুর্য্যতা নেই।
বিশ্ব সংসারে জেগে থাকার প্রয়াস নেই ,
ভালবাসা তাই বৃথা অপচয়॥
কোন নারীকে ভালবাসতে পারি নি আমি কোনদিন ;
কিংবা ভালবাসাতে পারি নি।
বৃথা আমার এই ভালবাসা আকাশের প্রতি ; ধরণীর প্রতি॥

স্বপ্ন দেখেছি

আমি তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি -
যখন চাঁদের আলো ম্লান হয়ে পড়েছে ,
নক্ষত্রেরা দূরে হারিয়ে যাচ্ছে ,
শিশিরের কণা ঘাসের আলিঙগন চাচ্ছে ,
ভোরের কোকিল তার সুর ছড়ায়ে দিচ্ছে ,
মাছরাঙা তার নীড় হারিয়ে ফেলেছে ॥

আমি তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি -
যখন এক মজুর তার প্রাপ্ত মজুরি পাচ্ছে ,
অনাহারে কৃষ্ট এক মা তার সন্তানকে অন্ন জুগিয়ে দিচ্ছে ,
এক ভিক্ষুক তার ভ্রাতাকে স্ববর্স বিলিয়ে দিচ্ছে ,
এক বিদ্রোহী তার বিদ্রোহের আগুন ছড়াচ্ছে ॥

আমি তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি -
সাগরের পাড় ধরে দু'জনায় বহুদুর হেটেছি ,
পাখিদের মাঝে মোরা অনেক হেসেছি ,
তোমাকে আমি শুধু আপনাতে চেয়েছি ॥

গান ---

রাধা চলে পঙখী লইয়া
ভাটি গাঙ্গের নায়ে।
উজানেতে বইয়া রহি
কদম গাছের ছায়ে রে , কদম গাছের ছায়ে ॥

সঙ্গী ছিল সে মোর শয্যার পাশে
করিত বচন কত -আহা, ঝড়িত বকুল শত ---
কী যে হইল দূর্গা মায়ের, শাপিল আমায় যত ॥

সোনার সংসার ভাঙ্গিয়া আমার হইল আনচান ,
ও রে হইল আনচান ॥
রাধা গেল অন্য গায়ে , ভাঙ্গিয়া আমার প্রাণ ,
ও রে ভাঙ্গিয়া আমার প্রাণ ॥

শূণ্য খাচা রইল পড়ে ,
পঙখী গেছে মোর উড়ে।
কদম ছায়ে রইলাম পড়ে , মাটি সঙ্গী করে ;
হায়রে মাটি সঙ্গী করে ॥

অন্ধকার কব্বরের তবু ও মোর শান্তি নাই ,
বিশ হাতা দু'ই শাপ আইসা আমারে কামড়ায় ;
হায়রে আমারে কামড়ায় ॥

কী পাপ করলাম তব , রাধা ভালবেসে ---
মরণেরে সঙগী করলাম , রাধা গেল ভেসে ॥
হায় হায় রাধা গেল ভেসে ॥

চলে যেতে হয়

তোমাকে চলে যেতে হয় বলেই
তুমি চলে যাও ;
পিছু ফেরার তাড়নায় একবার তুমি
থমকে দাঁড়াও ।
বিস্তৃর্ণ প্রান্তরে আমার নিশ্চুপ ভাষা -
থমকে থাকার তাড়নায় আমার এই থমকে থাকা ॥